বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১৬)
''

২০১৩ এর শেষের দিকে, দাউলাতুল ইসলামীয়া পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে কঠিন সময় অতিক্রম করতে লাগলো। সৈন্যদের মাঝে দাউলা থেকে সরে পড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পরলো।

.

হাজ্জী বকর গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারলেন, ওমর আশ-শিশানী দাউলা থেকে সরে পড়ার কথা ভাবছেন। তিনি হলেন "কাতিবাতুল মুহাজিরীন" বা (Emigrants Brigade) এর প্রধান। বর্তমানে তিনি শাইখ বাগদাদীর সামরিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

.

ওমর আশ-শিশানীর পারিবারিক নাম হলো "ভাটিরাশভিলি" (Batirashvili)। তিনি ১৯৮৬ সালে জরজিয়ার ভারকিয়ানি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন খ্রিষ্টান। মাতা ছিলেন মুসলিমা। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৯ সালে জরজিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে দুটি যুদ্ধ হয়। ভাটিরাশভিলি উভয় যুদ্ধে জরজিয়ার পক্ষে বিরোত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি জরজিয়ার সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জরজিয়ার জাতীয়তাবাদী সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে ভাটিরাশভিলি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। ২০০৯ এর আগে বা পরে আহত হয়ে তিনি অবসরে জান।

.

২০১০ সালের শেষের দিকে, অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে জরজিয়ার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ১৬ মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জিহাদী বনে যান। চেচনিয়ার মুজাহিদীনের সাথে তিনি সখ্যতা গড়ে তোলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, জরজিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। চেচেন মুজাহিদীনকে জরজিয়ার সার্থে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা ভাটিরাশভিলির দায়িত্ব ছিলো। বলাবাহূল্য যে, তখন চেচনিয়ার উপর দখল নিয়ে রাশিয়া এবং জরজিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো।

.

২০১২ সালে তিনি তুরস্ক হয়ে শামে প্রবেশ করেন। শামে তিনি "কাতিবাতুল মুহাজিরীন" এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এই জামাতের অধিকাংশ যোদ্ধারা হলেন মুহাজীর এবং শিশান বা চেচনিয়ার মুহাজিরীনের সংখ্যাই বেশি। শামে ফেতনা ছড়িয়ে পড়লে শিশানী তার জামাত নিয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন। শিশানের এই জামাতটি মূলত শিশানে অবস্থিত মুজাহিদীনের আমীরের নির্দেশে চলতো। শিশানের আমীরের কঠর নির্দেশ ছিলো যেন তারা শামের ফেতনায় না জড়ায়। এবং নিরপেক্ষ থাকে।

.

কাতিবাতুল মুহাজিরীন বা Emigrants Brigade এর প্রধান লক্ষ্য ছিলো বাশারকে পরাজিত করা। এবং সিরিয়ার জনগণের সর্বসম্মতি ক্রমে কোনো নেতা নির্বাচিত হলে তার কাছে অস্ত্রসমর্পণ করা। একারণে তারা দাউলার পক্ষে বা বিপক্ষে যায়নি। কিন্তু দাউলা ছিলো স্পষ্টভাষী। হয় আমাদের পক্ষে না হয় বিপক্ষে। তৃতীয় কোনো অপশন দাউলা রাখেনি। একারণে ওমর আশ-শিশানী দাউলার চাপের মুখে তাদের সাথে যোগ দিতে বাধ্য হয়। তবে দাউলার প্রতি আনুষ্ঠানিক ভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে তারা বিরত ছিলো।

.

দাউলাতুল ইরাক & শামের সৈন্য সংখ্যা তখন চার হাজার বা সামান্য কিছু বেশি হবে। কাতিবাতুল মুহাজিরীনের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১৬৫০ জন। দাউলার মোট সৈন্য সংখ্যার অর্ধেক ছিলো এই কাতিবাতুল মুহাজিরীনের সৈন্য। যদি কাতিবাতুল মুহাজিরীনের সৈন্যরা দাউলা থেকে সরে পড়ে, তাহলে দাউলা তার অর্ধেক শক্তি হারাবে। যা হাজ্জী বকরের জন্য কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

.

হাজ্জী বকর জানতে পারলেন যে, ওমর আশ-শিশানী দাউলা থেকে সরে পড়ার কথা ভাবছেন। তিনি শিশানীর উপর "নজর" রাখার জন্য সৌদির এক যুবক আবুল ওয়ালীদকে নিয়োগ দেন। আবুল ওয়ালীদের টুইটার লিংক: (https://twitter.com/AbuAlwalidMhajr)। আবুল ওয়ালীদ শিশানীর কাছে নিজেকে "মুফতী" বলে পরিচয় দেয়। এবং শিশানীর সহচার্য গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। শিশানী আবুল ওয়ালীদকে সানন্দে গ্রহণ করেন। আবুল ওয়ালীদ সর্বক্ষণ শিশানীর সাথে লেগে থাকলো। শিশানীর কথা রেকর্ড করে হাজ্জী বকরের কাছে প্রেরণ করতে লাগলো।

.

ওমর আশ-শিশানী আবুল ওয়ালীদের কাছে, দাউলা থেকে সরে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আবুল ওয়ালীদ ও উপরে উপরে শিশানীকে সাপোর্ট দিচ্ছিলোন। তিনি হাজ্জী বকরকে জানান যে, যে কোনো সময় শিশানী সরে পড়তে পারে। হাজ্জী বকর কাহতানীকে তলব করলেন। কাহতানী এবং উসমান নাযেহ এই দুজনকে শিশানীর সাথে দেখা করার নির্দেশ করেন। তারা শিশানীকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। বাগদাদীর আনুগত্য করা ফরজ। যে বাগদাদীর আনুগত্য ভঙ্গ করবে সে মুর্তাদ হবে। দাউলাই খিলাফা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।
ইত্যাদি বলে তারা শিশানীকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশানী তার পূর্বের অবস্থানের অনর। আবুল ওয়ালীদ হাজ্জী বকরকে পুনরায় শিশানীর ব্যাপারে জানায়। হাজ্জী বকর "আবু আলী আন-নাজদী"কে তলব করেন, নজদীর টুইটার লিংক: https://twitter.com/aboalialsultan ,তার অপর নাম ইবরাহীম আলী শুলতান।
হাজ্জী বকর নাজদীকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেন শিশানীর ফায়সালা শিশানীর কাছে পৌঁছে দেয়। নাজদী শিশানীর সাথে দেখাকরে বলেন, যদি আপনি দাউলা থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে হত্যা করা হবে। কারণ আপনি আনুগত্য ভঙ্গ করেছেন। আর, আনুগত্য ভঙ্গকারীর শাস্তি হলো হত্যা করা।

.

শিশানী বুঝতে পারলেন যে, তিনি এখন অগ্নীকুণ্ডের মধ্যে আছেন। এখান থেকে বের হওয়া এতো সহজ নয়। তিনি এখন গুপ্তচরদের বেষ্টনির মধ্যে আছেন। যে কোনো সময় লাশে পরিণত হতে পারেন। হত্যার দায় নুসরা বা আহরারে উপর চাপিয়ে, সেখানে আরেকটি রাজনীতি করা হবে।

.

হাজ্জী বকর শিশানীর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে শিশানীকে মিডিয়ায় বাগদাদীর প্রতি বায়াত ঘোষণার আমন্ত্রণ জানান। যাতে প্রয়োজনে শিশানীর বিরুদ্ধে বায়াত ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়। শিশানী কাতিবাতুল মুহাজিরীনের অন্যান্য নেতাদের সাথে মিটিং করলেন। মিটিং য়ে উপস্থিত ছিলেন, সালাহ উদ্দীন আশ-শিশানী, এবং সৌদি বংশদ্ভূত নেতা আবু আজ্জাম, আবদুল ওয়াহহাব আল-কুসুব।

.

মিটিংয়ে দাউলা থেকে সরে পড়ার ব্যাপারে সকলে একমত হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, দাউলার পক্ষে কোনো নির্ভরযোগ্য মুফতী ফাতওয়া দেননি। বিশেষ করে শাইখ সুলাইমান আলওয়ান, শাইখ আবদুল আজীজ আত-তারোফী, শাইখ আহমাদ প্রমুখ বরেণ্য মুফতীগণ দাউলার কাজকর্মকে সমর্থন করছেন না। অতএব দাউলা থেকে সরে পড়া উচিত।

.

শিশানী তার জামাতের অন্যান্য উপরোস্থ্ নেতাদের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে দাউলার প্রতি বায়াত প্রদানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। শিশানীর দিনগুলো আতংকের মাধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি এখন "না" বললেই লাশে পরিণত হবেন। শিশানী তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সালাহ উদ্দীন শিশানীকে সব খুলে বললেন। সালাহ উদ্দীন তাকে হাজ্জী বকরের নিকট পত্র লেখার পরামর্শ দেন।

.

শিশানী হাজ্জী বকরের নিকট পত্র লিখলেন। পত্রে বলেন, এখন বাগদাদীর প্রতি বায়াত ঘোষণা করলে কাতিবাতুল মুহাজিরীনের সকল সৈন্য দাউলা থেকে বেরিয়ে যাবে, যা দাউলার প্রায় অর্ধেক। কিন্তু হাজ্জী বকর কোনো কথা শুনতে রাজি নন। তিনি শিশানিকে বায়াত প্রদানের উপর কড়াকড়ি করতে লাগলেন। কাতিবাতুল মুহাজিরীনের অন্যান্য নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, যদি তারা দাউলা থেকে সরে পড়ার কথা ঘষণা করে তাহলে তাদেরকে খাওয়ারীজ আখ্যা দেওয়া হবে। আর খাওয়ারীজদের হুকুম হলো মৃত্যুদণ্ড।

.

২০১৩ সালে নভেম্বরের ২ তারিখে ওমর আশ-শিশানী অফিসিয়াল ভাবে বাগদাদীর প্রতি বায়াত প্রদানের ঘোষণা দেয়। সালাহ উদ্দীন শিশানী ৮০০ সৈন্য সহ কাতিবাতুল মুহাজিরীন থেকে বেরিয়ে যান। এবং নতুন করে তার জামাতের নামকরণ করেন "জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার" বা (Army of Emigrants and Supporters)।

.

হাজ্জী বকর লক্ষ করলেন, সরে পড়া সৈন্যদের সংখ্যা বেশ বড়ো। সকলকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তাই পত্র মারফতে "জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার" এর সকল নেতাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, দাউলা থেকে সরে পড়ার বিষয়টি মিডিয়ায় যেই ঘোষণা দিবে তাকেই হত্যা করা হবে। জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার তাদের নতুন জামাত গঠনের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করে রাখে। অবশ্য পরবর্তীতে সালাহ উদ্দীন শিশানী আত্মঘাঁতী হামলায় শহীদ হয়েছিলেন।

এদিকে ওমর আশ-শিশানীর বায়াতকে ঘটা করে প্রচার করা হয়। দাউলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো যেই ভাঙ্গনটি ঘটে ছিলো, দাউলা সে ব্যাপারে একদম নীরব থাকে।

.

দাউলার অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্যরা পালিয়ে জাইশুল মুহাজিরীনে যোগদিতে লাগলো। দিনে দিনে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হাজ্জী কবর চিন্তায় পড়েযান। তিনি দ্রুত মজলিস ডাকলেন। শুরা সদস্যদের উপস্থিতিতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১: সকল সৈন্যদের ভিসা এবং অনুমতি পত্র জব্দ করা হবে।

২: ইরাকীদের নিয়ে একটি গোয়েন্দা টিম গঠন করা হবে। দাউলার শাখাগত গ্রুপগুলোর উপর এই গোয়েন্দা টিম নজরদারী করবে।

৩: দাউলার অধীনস্ত এলাকাগুলোর সীমান্তে গোয়েন্দা নজরদারী করা হবে।

.

হাজ্জী বকর সকল সৈন্যদের উপর টুইটার ফেসবুক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন। যাতে বড়ো বড়ো শাইখদের ফাতওয়া সৈন্যদের কাছে না পৌঁছে। শুরা সদস্যরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। কারণ তা প্রয়োগ করা অসম্ভব।

.

নবগঠিত গোয়েন্দা টিম দাউলার উপর নিজেদের নিয়োন্ত্রণ শক্তিশালী করার পর, হাজ্জী বকর সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলো গোয়েন্দা নজরদারীতে আনার পরিকল্পনা নিলেন। দাউলার সামনে এখন সবচেয়ে বড়ো বাধা আহরার আশ-শাম। সৈন্য সংখ্যা এবং দখলকৃত ভূমি উভয় দিক থেকে আহরার আশ-শাম দাউলার পাঁচ গুণ বেশি শক্তিশালী। আহরার আশ-শামের কোমর ভেঙ্গে দেওয়া দাউলার জন্য এখন সবচেয়ে বড় "চ্যালেঞ্জ"।

.

হাজ্জী বকর অনেক চেষ্টার পর, আহরার আশ-শামের অভ্যান্তরে গোয়েন্দা "শেল" তৈরিতে সক্ষম হন। গোয়েন্দারা নিয়মিত তথ্য সর্বরাহ করতে লাগলো। যে তথ্যটি হাজ্জী বকরকে কাঁপিয়ে দিলো তাহলো, আহরার

আশ-শাম সমমনা অন্যান্য ইসলামী জামাতগুলোর সাথে "ইসলামীক ফ্রন্ট" নামে যৌথ বাহিনী গঠন করতে যাচ্ছে। যদিও যৌথ বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে ঐকবদ্ধ করা। কিন্তু হাজ্জী বকর দাউলার জন্য ইসলামীক ফ্রন্টকে বড় হুমকি মনে করলেন।
.
হাজ্জী বকর শুরা সদস্যদের তলব করলেন। আবু বকর বাগদাদী, আবু বকর কাহতানী, আবু আলী আল-আনবারী, আমর আল-আবুসী ও অন্যান্য নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে, ইসলামীক ফ্রন্টকে মুকাবিলা করার জন্য দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
১: মিডিয়ায় প্রচারণার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করা হবে। ইসলামীক ফ্রন্টকে সাহওয়াত বা মুর্তাদদের ফ্রন্ট বলে প্রচারণা চালানো হবে। দাউলার বিরুদ্ধে আমেরিকার ইঙ্গীতে এই যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়েছে বলে প্রচারণা চালানো হবে। গোপনে ইসলামীক ফ্রন্ট ভাঙ্গার জন্য কাজ করা হবে।
২: দাউলার ভাবমূর্তি "হাইলাইট" করা হবে। দাউলা-ই "খিলাফা" প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বলে প্রচার করা হবে। দাউলার নেতৃত্বের বাইরে থেকে কোনো জামাত বা তানজিম ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অধীকার রাখে না। এবং তাদেরকে জিহাদী জামাত বলার শরয়ী বৈধতাও নেই। ইত্যাদি।
.
দাউলাকে "খিলাফাহ"র স্বপ্ন যে ব্যক্তি দেখিয়েছে তার নাম "আবুল আসীর আশ-শামী"। যেহেতু ইসলামে একমাত্র খলিফাকে বায়াত প্রদান করা ওয়াজীব। তাই বাগদাদীকে বায়াত প্রদান করা ওয়াজীব প্রমাণ করার জন্য, বাগদাদীকে খলিফা ঘোষণা করা হোক। এই আবুল আসীরের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। শুধু এতটুকু জেনে রাখা উচিত যে, শামে বাগদাদীর আগমনের পূর্বে আবুল আসীর তার ২০০ সৈন্য নিয়ে, সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্তে ছটো একটি এলাকা দখল করে "দাউলাতু শাম" নাম দিয়ে ছিলো। যখন শাইখ জাওলানী এবং শাইখ বাগদাদীর মধ্যে মতনৈক্য দেখাদেয় তখন আবুল আসীর জাওলানীর শূণ্যস্থান দখল করতে চেয়ে ছিলো। অর্থাৎ বাগদাদীর সিরিয়া প্রতিনিধির দায়িত্ব তিনি নিতে চেয়ে ছিলেন। এই আবুল আসীর হাজ্জী বকর এবং বাগদাদীকে খিলাফা ঘোষণার স্বপ্ন দেখান।
.
আবুল আসীরের মাথায় খিলাফা ঘোষণার পরিকল্পনা আসে প্রতিহিংসা থেকে। তার বড়ো ভাই "ফারাস আল-আবুসী" আতায়ীর হাতে নিহত হন। আবুল আসীর আল-ফারুক ব্রিগেড এবং আহরার আশ-শামের উপর হত্যার অভিযোগ করে আসছিলো। ভাই হত্যার প্রতিশোধ নিবে বলে শপথ করেছিলো। একা আবুল আসীরের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব নয়। একারণে সে বাগদাদীর সাথে জোট বাঁধে। এবং বাগদাদীকে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করার জন্য খিলাফাহ ঘোষণা অপরিহার্য মনে করে।
.
যাদেরকে নিয়ে ইসলামী ফ্রন্ট ঘোষণা করা হয়..।
১: আহরার আশ-শাম,
২: জাইশুল ইসলাম,
৩: কুসূর আশ-শাম,
৪: লিওয়া আত-তাওহীদ,
আহরার আশ-শাম অফিসিয়াল ভাবে "ইসলামীক ফ্রন্ট" ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার প্রতিউত্তরে দাউলার জন্য কিছু একটা ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে পরে। হাজ্জী বকর খিলাফাহ ঘোষণার পরিকল্পনাকে স্বাগতম জানান। কিন্তু কিবাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে..?
.

হাজ্জী বকর আবুল আসীরের পরামর্শ চাইলেন। আবুল আসীর পরামর্শ দেন যে, বাগদাদী আফগানিস্তান, চেচনিয়া, লিবিয়া, ইয়ামান, সিনাই, ইত্যাদি জিহাদমুখী দেশগুলো থেকে বায়াত চাইবেন। এসকল দেশ থেকে যারা দাউলায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা যেন আত্মীয় স্বজন নিয়ে বায়াত প্রদানের অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও সাথে করে নিয়ে আসে। সেই ভিডিওকে ঐ দেশের বায়াত বলে প্রচার করা হবে। বায়াত প্রদানকারীর সংখ্যা যাই হোক।

.

আল-কায়দা ইন ইয়ামানের প্রধান আবু বাসীর আল-ওয়াহিশী (গত রোযার কিছু দিন আগে তিনি মার্কিন বিমান হামলায় শহীদ হন। আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ।বাগদাদী তার থেকে বায়াত চান। ওয়াহিশী নাকচ করেদেন। আফগান স্থান থেকেও নাকচ করা হয়। চেচনিয়া, আলজেরিয়া থেকেও নাকচ করা হয়। লিবিয়া এবং সিনাই থেকে কিছু লোক সমর্থন জানায়। খিলাফাহ ঘোষণার পরিকল্পনা এমন ভাবে মাঠে মারা যাবে হাজ্জী বকর তা কল্পনাও করেন নি। হাজ্জী বকর আশাহত হয়ে খিলাফা ঘোষণার ব্যাপারে চুপ হয়ে যান। ইসলামীক ফ্রন্ট কে মুকাবিলা করার প্রতি মননিবেষ করেন।

.

(চলবে...)

.

বিঃদ্রঃ প্রতিটি পর্বের উৎস যেহেতু একই, এবং একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাই সব পর্বে উৎস উল্লেখ না করে বরং শেষ পর্বে সকল উৎস একসাথে উল্লেখ করা হবে। ইনশা আল্লাহ। দয়াকরে কমেন্টে উৎস চেয়ে তর্কের আসর না জমানোর জন্য অনুরোধ করছি।